| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
৪৮ শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২২শে বৈশাখ ১৪২২
৬ই মে ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

সংখ্যা গরিষ্ঠতার পিছনে যা ঘটে গেল তা কি নেহাত কুৎসা ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নির্বাচনে জঙ্গিপুর পুরসভার ফলাফলে সিপিএমের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা হবার পিছনে যা ঘটে গেল তা আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপও হার মানবে বলে অভিযোগ। জেতা ওয়ার্ডগুলোতে তৃণমূলের দুর্বল কর্মীদের হাত করে সিপিএম কর্মীরা ওয়ার্ডে ঢুকে ভোটারদের প্রয়োজন মেটাতে কারো বাড়ীর জল নিষ্কাশনের ড্রেনের জন্য ইট, কারো বাড়ীর আবরু ঢাকতে পাকা প্রাচীর, কারো ঘর মেরামতে নগদ টাকা, কারো ভাঙা টালির ঘরে নতুন ত্রিপলের আচ্ছাদন। আবার কারো ভাঙা টিউবওয়েলে নতুন হাতল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভোটার পিছু হিসেব করে দেওয়া হয়েছে বান্ডিল বান্ডিল টাকা। বেইমানি রুখতে কোথাও রাখা হয়েছে কোরানে হাত, কোথাও ছেলের মাথায় বা কবরস্থানে শপথ। রুজি রোজগারে যে সব ভোটার বাইরে কাজ করেন তাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে আসা যাওয়ার জন্য অগ্রিম টাকা পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন স্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে তাদের বাড়িতেও পৌঁছানো হয়েছে। এই সুযোগে টাকা নিয়ে বহু তৃণমূল বা কংগ্রেস সমর্থক এদের ভোট দিয়েছে। প্রত্যেকটা এলাকায় মুদির দোকানে টোকেন দেখিয়ে ভোট পিছু ১০ কেজি করে চালও বিলি হয়েছে। অনেক পরিবার ওয়ার্ডের বাইরে নির্জন একাকায় গিয়ে নগদ টাকা সংগ্রহ করে এনেছেন। এ প্রসঙ্গে সিপিএমের এক নেতা জোর দিয়ে বলেন, এটা অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু না। মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আমাদের ভোট দিয়েছেন। তৃণমূল নেতাদের দাদাগিরির যোগ্য জবাব দিয়েছেন।

২০১৫–জঙ্গীপুর পৌর নির্বাচন ও এর গতিপ্রকৃতি

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায় : ২০১৫'এর নির্বাচনেও বামেরা জঙ্গীপুর পুরবোর্ড নিজেদের দখলে রাখতে সমর্থ হলো। একুশটি ওয়ার্ডের মধ্যে চোদ্দটি ওয়ার্ড তারা দখল করে নেয়। এর মধ্যে সি.পি.এম. একাই তেরটি ও আর.এস.পি. একটি ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে। ভোটের আসরে ফঃ বঃ থাকলেও তারা কোনো ওয়ার্ড দখল করতে পারেনি। সি.পি.আই. এবার কোন ভোটের আসরে নামলো না কেন তা বোঝা গেল না। গতবার সি.পি.আই. –এর অশোক সাহা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। জঙ্গীপুর পারের ১০নং ওয়ার্ডটি গতবারের ন্যায় এবারও আর.এস.পি–র দখলেই রইল। গত ২০১০ এর নির্বাচনে ঐ ওয়ার্ড থেকে আর.এস.পি–র অজেদা বেগম কংগ্রেসের শোভা মুন্দ্রাকে পরাজিত করেছিলেন। জঙ্গীপুর পারে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১১, ১২ ও এবারের নতুন ওয়ার্ড ২১ ধরে মোট ১০টি ওয়ার্ড সিপিএম একাই দখল করেছে। ২০১০ সালের ভোটে ৭নং ওয়ার্ডটি কংগ্রেসের দখলে ছিল। কংগ্রেসের পারভিন বিবি সিপিএম এর সুবর্ণা মন্ডলকে ১৬৩ ভোটে পরাজিত করেছিলেন। এবারে ৭নং ওয়ার্ডে সিপিএম–এর কাশিনাথ মন্ডল ৪৯৬ ভোটে কংগ্রেসের জিয়াউর রহমানকে পরাজিত করলেন। আর.এস.পি–র ১টি ওয়ার্ড ১০নং ধরে বামেরা জঙ্গীপুর পারের ১৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১১টি ওয়ার্ড দখল করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ পারে সিপিএম পেলো ৩টি ওয়ার্ড ১৪, ১৫, ১৬। গত ২০১০ এর নির্বাচনে ১৬নং ওয়ার্ডে সিপিআই–এর অশোক সাহা টিএমসি–র গৌতম রুদ্রকে ২৬৩ ভোটে হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন। (চলবে)

হেড মিস্ট্রেসকে শোকজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুর নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ২৯ ও ৩০ এপ্রিল '১৫ স্কুল বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়া হয় রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের গেটে। অথচ ৩০ এপ্রিল 'নির্মল বাংলা দিবস' সরকারী প্রোগ্রামে ছাত্রী ও মিসট্রেসদের মহকুমা শাসকের দপ্তর প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকার কথা। পরপর দু'দিন স্কুল বন্ধ রাখার কারণ জানতে চেয়ে এ্যাসি. ইনসপেক্টর অব স্কুলস্ (এস.ই) জঙ্গিপুর পঙ্কজ পাল তিনদিনের মধ্যে উত্তর চেয়ে শোকজ করেন হেড মিসট্রেসকে বলে জানা যায়।

ডাঃ রমা মুখার্জী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের প্রয়াত ডাঃ পার্বতী মুখার্জীর পুত্রবধূ ডাঃ রমা মুখার্জী (৬৯) (ডাঃ আশিস মুখার্জীর স্ত্রী) দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনসটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এ ১৪ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। তিনি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (হু)-এর কনসালটেন্ট, জহরলাল নেহেরু বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রফেসর ছাড়াও বহু সেবামূলক সংস্থায় দায়িত্বশীল পদে ছিলেন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪২১

পুর প্রতিনিধিদের অভিনন্দন

জঙ্গিপুর পুরসভার নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। বামফ্রন্ট পুরবোর্ড গঠন করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বামফ্রন্ট ১৪টি আসন লাভ করিয়াছে : সেক্ষেত্রে কংগ্রেস পাইয়াছে ৫টি, বিজেপি ১টি, এস.ইউ.সি ১টি আসন। পুরবোর্ড গঠনের পূর্বে নির্বাচিত সদস্যদের আশা-আকাঙ্খার ব্যাপারে নানা কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। জঙ্গিপুর পুরসভায় এইরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। সিপিএম এককভাবে ১৩টি আসন পাইয়াছে ; বামফ্রন্টের অন্য শরিক পাইয়াছে ১টি। ২১টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতে প্রার্থী দিয়া কংগ্রেস মাত্র ৫টি আসন লাভ করিয়াছে। কিছুটা দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকিলে হয়ত আরও একটু ফল ভাল হইত। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস ২১টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিয়াও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ১টি আসনও তাহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। সিপিএম ১৭টি ওয়ার্ডে নিজ দলীয় প্রার্থী দিয়া ১৩টিতে জয়ী হইয়াছে। এই নিরিখে সিপিএম এর কর্মকুশলতা লক্ষণীয়। নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে এই দল অপরাপর দলের তুলনায় যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে। এই নির্বাচনে কংগ্রেস ও বিজেপি দলের যে সব প্রার্থী ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই দলের জন্য কর্মকুশলতার সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা নাই বলিয়া অনেকের ধারণা। বিজেপি ১৪টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিয়া একজন জয়ী হইয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহর দুইটিতে বিজেপি দলের সজাগ দৃঢ় নেতৃত্বের বড় অভাব রহিয়াছে।

যাহা হউক, নির্বাচন শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই পুরবোর্ড গঠিত হইবে। জঙ্গিপুর পুরসভাধীন এলাকায় নানা উন্নয়নমূলক কাজ এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে। রাস্তা, পয়ঃ প্রণালী, জল সরবরাহ, ফুলতলার মার্কেট কমপ্লেক্স, গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রভৃতির কাজ নবগঠিত পুরবোর্ড সম্পূর্ণ করিবেন এই আশা পোষণ করিয়া নবনির্বাচিত কাউন্সিলারদের অভিনন্দন জানাইতেছি। তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া দিতেছি, চাকরীর ক্ষেত্রে তাহারা স্বজনপোষণের বদনাম হইতে সজাগ থাকুন।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রাস্তার মোড়ে বাম্পার হোল না কেন ?

একাধিকবার জঙ্গিপুর সংবাদে লেখা সত্ত্বেও রঘুনাথগঞ্জ শহরের রাস্তার ব্যস্ততম মোড়গুলোতে বাম্পার করা হোল না। অথচ কিছু দিন আগেই রাস্তা মেরামতির কাজ শেষ হয়েছে।

বাম্পার না থাকায় পণ্ডিত প্রেসের মোড় থেকে জঙ্গিপুর স্টেট ব্যাঙ্ক ও আদালত কোর্ট মোড় ধরে অগণিত গাড়ী যাতায়াত করার জন্য যে কোন মুহূর্তে বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। দিনের পর দিন নজর এড়িয়ে যাওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ব্যাপারে জঙ্গিপুর পৌরসভা ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

দাদাঠাকুর অ-বিরচিত ছররা

–আনন্দগোপাল বিশ্বাস

গোয়ালিনীর প্রসন্ন বদন ! কিন্তু আমার চিত্ত প্রসন্ন ছিল না। সম্পূর্ণ না হ'লেও আধাআধি জল খাচ্ছি জানতাম, কিন্তু এখন জানতে পেরেছি গোয়ালিনীয় কোন গরু নাই এবং দুধ সে কখনও দেয়নি, অর্থাৎ ষোল আনাই ফাঁকি ! গোয়ালিনীর গুঁড়ো দুধ অবলীলাক্রমে নাকে কাপড় গুঁজে গলার নীচে নামিয়েছি। এহেন খরিদ্দার পেলে গোয়ালিনীর প্রসন্ন হইবার কথা। এখন দুধের রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি মনে হতে কেমন গা গুলিয়ে উঠছে। তার উপর সান্ধ্যভ্রমণের পর বাড়িতে ফেরার পথে পেছন থেকে 'দাদু দেশলাইটা দেবেন' শুনে পেছন ফিরতেই ছেলে দুটো হঠাৎ দেশলাই না নিয়েই দৌড় শুরু করল। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হলেও একদম হীন এখন হয়নি। অস্পষ্ট অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম দুটির একটি আমারই শ্রীমান !

এদিকে শারীরিক কারণে আফিং সেবনের উপদেশ পাচ্ছি, অথচ দুধের এই দশা। ভাবছিলাম কমলাকান্ত ও তাঁর প্রসন্ন গোয়ালিনীর কথা। প্রসন্ন তো ষোলআনা ফাঁকি দেয়নি। কিন্তু ষোলআনা ঠকিয়ে আমার গোয়ালিনী প্রসন্ন ! ভাবতে ভাবতে কখন যে কমলাকান্তের সামনে হাজির হয়েছি নিজেই জানি না। স্বর্গের সেই কমলাকান্ত আলয়ে দুই শরতের সাথে দেখা। বলাবাহুল্য একজন আফিংখোর 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র, অপরজন 'বিদুষক' শরৎচন্দ্র আমাদের দাদা 'দাদাঠাকুর'। 'চরিত্রহীন' না হয় আফিং-এর নেশার টানে কমলাকান্তের কাছে এসেছেন কিন্তু দাদু কেন এখানে ? তবে কি দাদুও আফিং ধরেছেন অথবা 'চরিত্রহীনে'র খোঁজে এখানে ! আসলে দুটোই তো নেশা !

ভাল করে ভাবার আগেই গুম্ফধারী দাদুর হাতখানা আমার কানের দিকে এগিয়ে এলো, মধুর সম্ভাষণে বললেন 'ডেঁপোমির আর জায়গা পাসনি ? কাগজ কলম বের কর আমি বলছি, তুই লিখে নে।' বগলে সুড়সুড়ি অনুভব করলাম। কি মজা ! দাদু দিলেন কানে হাত আর বগলে লাগছে সুড়সুড়ি ! শ্রুতিলিখন শেষ করে, কয়েকটা ছড়া বাগিয়ে দে--হাওয়া ওখান থেকে। একটা ধাক্কা খেলাম, ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখলাম টেবিলে স্রেফ সাদা কাগজ আর বন্ধ করা কলমটা পড়ে আছে--মনে করে লিখে নিলাম। সব কি আর মনে থাকে, কিছু ঠিক কিছু বেঠিক ! আসলে মাথাতো ষাঁড়ের ত্যাগ করা বস্তুতে ভরপুর !

ছররা.... (এক)

আয়রে সোনা আয়রে মানিক আয়
'যাদুর' (আমার) নামের পাশে ভোট দিয়ে যা।
তোর পাড়াতে কল দেব,
বিজলী বাতির পোল দেব,
'যাদুর' (আমার) নামের পাশে ভোট দিয়ে যা।
রাস্তা-ঘাটে পিচ দেব,
ধাপি কিছু বাঁধিয়ে দেব,
'যাদুর' (আমার) নামের পাশে ভোট দিয়ে যা।

(পরের পাতায়)

ভোটের পাঁচকাহন

শীলভদ্র সান্যাল

পাগল ! সুস্থ-মস্তিকের লোক আবার ভোট দিতে যায় ? বরঞ্চ সেদিন বাড়িতে ব'সে আয়েস ক'রে বিরিয়ানি খাব, আর সহধর্ম্মিনীর সঙ্গে খুনসুটি করব। কেমন ফুরফুর ক'রে দিনটা কেটে যাবে ! আমি রিটায়ার্ড পার্সন। মাসে-মাসে পেনসনের টাকা তুলে আনি, আর সকালবেলার মিঠে রোদে ইজিচেয়ারে ব'সে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে খবরের কাগজ পড়ি। ভোট করাতে যাবার ল্যাঠা--সে তো কবেই চুকে বুকে গেছে। গিয়েছিলুম বটে একবার পঞ্চায়েতের ভোট করাতে। খ্রি-ঠ্যায়ার ইলেকসন। দুপুরের দিকে জোরে বৃষ্টি আসাতে ভিড় পাতলা হল। চারটের সময় স্লিপ ধরাতে যাচ্ছি এমন সময় পাড়ার প্রধান মাতব্বর (একটি রাজনৈতিক দলের নেতা) বুথে ঢুকে চোখ পাকিয়ে বললে, 'গাঁয়ের প্রতিটি লোককে ভোট দেওয়াতে হবে। বৃষ্টিতে ভোট দিতে পারেনি ওরা।' দেখলুম তর্ক ক'রে লাভ নেই। রাত এগারটা পর্যন্ত ভোট হল। তারপর কাউন্টিং। গ্রাম পঞ্চায়েতের রেজাল্ট যখন ডিক্লেয়ার হল (তখন বুথেই এই কর্মটি সম্পন্ন ক'রে আসতে হত) তখন পাখি ডাকতে শুরু করেছে। বুথে হাজির হওয়া ইস্তক রিসিভিং সেন্টারে সমস্ত আইটেম বুঝিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আটচল্লিশ ঘণ্টা নন্‌স্টপ ওয়ার্কিং। ছাড়া পাওয়ার পর গা-গতরের ব্যথা মরতে তিনদিন লেগেছিল। আর একবার ছিলুম রিজার্ভ লিস্টে। চুপচাপ গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে চা খাচ্ছি আর ইতি-উতি চাইছি। সব পার্টি রওনা হ'য়ে গেলে পর ভাল মানুষের মত নিজের পরিচয় দাখিল করতেই জনৈক শণ্ডামার্কা অফিসার ক্যাঁক ক'রে আমার ঘাড় চেপে ধরলেন। আমতা আমতা করতেই বাজখাই গলায় বলে উঠলেন, জাহান্নমে যান মশাই। বলেই বলদের মত আমায় জুতে দিলেন মাঠের ও-ই এক কোণে প্রতীক্ষারত শেষতম পোলিং পার্টির সঙ্গে। একেই বলে গ্রহের ফের। ওঃ ! সে-সব দুঃস্বপ্নের দিনগুলো মনে পড়লে আজও আমার ঘুমের বারোটা বেজে যায়। বুথের মধ্যে প্রিজাইডিং অফিসারের অবস্থা অনেকটা চক্রব্যূহের অভিমন্যুর মত। ঢোকার পথ আছে বেরবার পথ নেই। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে প্রকৃতির ডাক পর্যন্ত উপেক্ষা ক'রে দাঁতে দাঁত চিপে চুপচাপ চেয়ারে ব'সে থাকতে হয় ! সেবার আর না থাকতে পেরে পাশের অফিসারটিকে বলাতে নিচু গলায় বললে, 'চেপে থাকুন, স্যার ! দেখছেন তো, পিক্ আওয়ারর্স চলছে' ! পরের দিন শুনলুম, বিপদভঞ্জনের (আমার সহকর্মী -বন্ধু) বিপদ আমার চেয়েও ভয়াবহ। নাকাশিপাড়ায় ও গিয়েছিল ভোট নিতে। ভোটপর্ব শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দশটা মোটরবাইকের কনভয় সরে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকেই দলের পাণ্ডা বলে উঠল, 'প্রিজাইডিং অফিসার কে ? ও ! আপনি ! চুপচাপ চেয়ারে ব'সে থাকুন। নড়াচড়া করার চেষ্টা করবেন না। নইলে এই দেখছেন তো।' হাতে উদ্যত পিস্তল। শুরু হল ছাপ্পা ভোট (তখন ইভি এম চালু হয়নি)। ব্যালট পেপারের বাণ্ডিল

(শেষ পাতায়)

।। মুদ্রা ব্যাঙ্ক রূপায়ণ ।।

হরিলাল দাস

ইংরেজিতে যাকে বলে Coin তার বাংলা হচ্ছে মুদ্রা। এই মুদ্রার বাজার চলতি নাম খুচরো পয়সা। এটা সাধারণ জানা। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী মোদিজী সম্প্রতি যে মুদ্রা যোজনা চালু করছেন তাতে মুদ্রা শব্দের বিশেষ অর্থ আছে। MUDRA মুদ্রা। এখানে মাইক্রো মানে ছোট বোঝাচ্ছে M, ইউটিনস্ বোঝাচ্ছে U, D বোঝাচ্ছে ডেভেলপমেন্ট, R= রিফাইন্যান্স এবং A হচ্ছে এজেন্সি।

মুদ্রা ব্যাঙ্ক বা মুদ্রা যোজনা রূপায়ণ করার উদ্দেশে কুড়ি হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গড়া হয়েছে। এতে ক্রেডিট গ্যারান্টির জন্য থাকছে আরও ছয় হাজার কোটি টাকা। সর্বমোট ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকার যোজনা। কৃষিশিল্পের ছোট আকারের উদ্যোগপতিরা এখান থেকে ঋণ নিয়ে কারবার করতে পারবেন। তাতে বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে, দেশের উন্নয়ন হবে। তত্ত্বগতভাবে বেশ ভালো যোজনা।

কিন্তু সব যোজনারই বাস্তবায়ন নিয়ে এদেশে প্রশ্ন থেকেছে এবং বাস্তবে তা ভেস্তেও গেছে। কেন না এর আগে কিছু রাজ্যে এই ধরনের প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যদিও আরও ছোট আকারে। সেই প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যদিও আরও ছোট আকারে। সেই প্রকল্প থেকে টাকা ঋণ নিয়ে সময় মতো সেই টাকা পরিশোধ করেনি। তার ফলে ঋণদাতা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলো টাকা আদায় করতে না পেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর সেই চালাক ঋণ গ্রহীতারা টাকাটা ভোগে লাগিয়েছে ব্যক্তি স্বার্থে। দেশের উন্নয়ন হয় নি।

কাজেই খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মুদ্রা ব্যাঙ্কের দেয়া লোন সময় মতো আদায়ের কঠোর সুব্যবস্থা। না হলে যা হবার তাই হবে। সরকারি টাকা মারা যাবে। সরকারি টাকা তো জনগণের দেয়া করের টাকাই। দেখতে হবে পার্টির নেপোরা যেন লোনের দই না মারে। তা হবে তো ?

দাদাঠাকুর অ-বিরচিত.....(২ পাতার পর)

খাস জমি লিজ দেব,
ট্যাপ কলের জল দেব,
'যাদুর' (আমার) নামের পাশে ভোট দিয়ে যা।

(দুই)

ভোট দিলে তুই ঠকবি ?
না না ঠকবি না !
ভোটের পরে ধাক্কা দিলেও
চিনব না রে চিনব না !
মেজাজ আমার জানিস খাশা
দারুণ আমার ভালবাসা।
দলের উপর আমার টান
জানিস না রে জানিস না।
ভোল পাল্টাই এক নিমেষে
আজকে মধু কালকে বিষে--
স্বার্থ ছাড়া এক কদমও
চলব না রে চলব না !

(তিন)

দল ছেড়ে আয় দল ছেড়ে আয়
চেয়ারম্যান হবি যদি দল ছেড়ে আয়।
চেয়ারম্যান করব তোরে
বাঁধন নূতন বাহুর ডোরে
লাভ যদি চাস দল ছেড়ে আয়।
কি লাভ তোর দলকে নিয়ে
অষ্টরম্ভা চুলবি কিরে ?
বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দলে
আয়রে যাদু আয়রে চলে
চেয়ারম্যান করব তোরে
দল ছেড়ে আয়।
চেয়ারম্যানের কেমন মজা
স্বাদ যদি চাস আয়রে 'গজা'
আয়রে মানিক, আয়রে চাঁদু,
'লক্ষ্মীসোনা', আয়রে খাঁদু,
চেয়ারম্যান করব তোরে
দল ছেড়ে আয়।

পৌর ভোটে ভূমিকম্প ও আফটার শক্

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখি ভুল-সব ভুল। কোনও দলের কোনও হিসাব মেলেনি। সি.পি.এম.ও ভাবতে পারেনি রাজ্যে এই দলের শনির দশায় তারাই বোর্ড করবে শুধু নয়--একাই করবে। আর অন্যবারের মতো অন্যদলের চৌকিদার পোষার দরকার নেই ওঁদের। তাই বলে মোজাহারুল বা ভট্টাচার্য্যবাবু যদি এখন মুচকী হেসে বলেন আমরা সব জানতাম কোনও টেনশন ছিলনা দলে। তাহলে সত্যের অপলাপ করবেন। জয়লাভের পর মোজাহারুলের চেহারা আর কয়েক মিনিট আগের চেহারা যারা দেখেছে তারা বলবে কি মারাত্মক টেনশন ছিল তার। মাত্র ১৩৭এ লিড। চেয়ারম্যানের এই মার্জিনে জয়, ৫ বছর বাগান সাজানোর পরেও ? ভট্টাচার্য্যর ওয়ার্ডে অনেকেই বলেছিল দাদা সেই ঢিলে পাঞ্জাবী পরে, একজনের ঘাড়ে হাত রেখে ভোটারের দিকে মুখে হাসি, চোখে সন্ধানী নজর রেখে বাজীমাত্ করে দেবে। হয়েছেও তাই। মাঝে তিনি যথেষ্ট উত্তেজিত হন,একটা আশঙ্কা কাজ করছিলো ? ঘরের বেবাগা কর্মী মাহাতো তার পিছনে আবার এক মুদ্রার প্রাণঢালা অর্থ আর পরিশ্রম একটু ভাবিয়ে ছিল পোর খাওয়া নেতাকে। বিজেপির প্রার্থী সোজা সরল। বকে বেশী। জনপ্রিয়তা কাজে লাগেনি। রাজনীতিতে ভোট জেতার কায়দা তিনি প্রয়োগ করেননি। মোহনের উচিৎ হয়নি উত্তর মেরু ছেড়েই দক্ষিণ মেরুতে ঘর বাঁধা। মানুষ নেয়নি তার রঙ বদল। আর সি.পি.এমের উচিৎ পুলিশকে ম্যান অব দি ম্যাচ ঘোষণা করা। জঙ্গিপুরের পাড়ে তৃণমূলের কিছু আসন আশা করা গেছিল। দেখাও গেল তারা লড়াইতে ছিল ১,২,৩,৪,৬,১১ ও ২১এ। মাত্র ২/১ শো ভোটে তারা হেরেছে। বিশাল ঝামেলার পর আগে দোষ করেও সি.পি.এম. ঘর গুছিয়ে নিলেও তারা পারেনি। রঘুনাথগঞ্জে তারা একটা ব্যক্তির উপর ছেড়ে দিয়েছিল ভবিষ্যৎ। সংগঠন না থাকায় ১৩, ১৫, তে ১০০ ভোট জোটেনি। আর ১৬, ১৭ ও ১৯এ যথাক্রমে ফারাক ২৩৬, ৩১৩ এবং ৩০০ মতো। অর্থাৎ লড়াই হয়নি বললেই হয়। এর পেছনে রহস্য কি ? দাপুটে শাসক দলের শূণ্য হাতে দিয়ে যাবার প্রধান কারণ বোধ হয় গোষ্ঠিদ্বন্দ আর প্রচণ্ড অহঙ্কার। সভাপতি মান্নান বলেছেন বিরোধীদের মহাজোট হয়েছিল। সত্যি তা যদি হতো একটাও আসন কোথাও পেতেন তারা ? তাঁরা যদি বাম বিরোধী জোট করতেন তাহলে বোর্ড হয়ে যেত। এদের নেতারা ভোটের আগে যথেষ্ট ভাষা সন্ত্রাস করেছেন। এখনো আফটার শক চলছে কোথাও কোথাও। এটা ৩-ছাড়িয়ে ৭- হয়ে গেলেই কি হবে বলা যায় না। "মাফিয়া আর ডন তথা কয়লার চোরা কারবারীরা নেতৃত্ব দখল করেছে, আমরাও শেষ দেখে ছাড়বো" রুষ্ট মন্তব্য এক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নেতার। এরা রোজ ফুলতলার এক ঘরে বসে নিরাপদ দূরত্বে নাকি পরিচালনা করেছে আর এক তৃণমূলকে। যাকে খুশী দাও, দলের প্রার্থী বাদে। এদেরকে নাকি ভোটে ডাকা পর্য্যন্ত হয়নি। দুর্দিনের প্রচুর কর্মীরা তাই ভোট তো দেয়নি--মানুষকে তাদের দুঃখের কথা বলে বদলা নিয়ে নিয়েছে। তাঞ্জিল, ফুরকান, আসরাফুল, মুক্তি আজ ব্রাত্য। তাদেরকে সঙ্গে নিলে অবশ্যই এরা ৪/৫টা পেত। আর একটা ব্যাপার, কোলকাতার পুলিশ আর এখানকার পুলিশের তফাৎ চোখে পড়ার মতো। মুর্শিদাবাদের কোথাও রিগিং করতে দেননি তারা। শাসকদল হাত কামড়ে গিয়েছে সারা দিন। মমতা বা পার্থর 'শান্তিপূর্ণ ভোট' এখানে হয়নি বলে সি.পি.এম. শেষ হাসি হাসলো। তাই দোষ না দিয়ে ধন্যবাদ দিন ভট্টাচার্য্য বাবু।তবে নাকি টাকা উড়িয়েছে সি.পি.এম. এর ঠিকাদার বিগ্রেড। ১৮ তে ডালিম ও বাপী হিন্দু ভোট পায়নি। ১৫০-১৭০ মত পেয়েছে। শত্রুঘ্ন আর সমীরে ভাগ হয়েছে। বিজেপিতে এক শিল্পপতিকে নিয়ে ভয় ছিলো কংগ্রেসের প্রার্থীর হয়ে দড়ি টানার। তিনি শেষ অবধি নিরপেক্ষ ছিলেন না শোনা যাচ্ছে। পকেট ও পেট পুরে অনেকে একজনের খেয়ে অন্যকে ভোট দিয়েছে অনেক ওয়ার্ডেই। আর কর্মী নাই, সংগঠন নাই ফালতু খরচ করেছেন বিজেপিরও দু-তিন জন ভুতের পেছনে। এটা পরিষ্কার, টাকা ও কর্মী, ম্যান ও মানি দুটোই না থাকলে এখনকার কেনা ভোটে জেতার যে বাজার চলছে পার্লামেন্ট থেকে পঞ্চায়েত-- তাতে ভালো প্রার্থীরা সুবিধা করতে পারবেনা। দাপুটে নেতা গৌতম রুদ্রসহ অনেক যোগ্য প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কংগ্রেস প্রার্থীরা ২,৩,৬, ১১তে কি সমঝোতা করেছিল বামের সঙ্গে ? মাতাল তাড়িয়েই বিকাশ নন্দ বরবাদ হয়ে গেল। বিজেপি এই প্রথম লালদুর্গে পা রাখলো। খাতা খুলেছে একটাতে। আরো ২/১টা হতো যদি সংগঠন টা সাজাতো নেতারা। টাকা পয়সা তো ভাঁড়ে মা ভবানী। লোকজন বলতে ২/৪ জন পুরোনো, বাকী অনেকেই অন্য দলের পাঠানো বসন্তের (শেষ পাতায়)

পৌর ভোটে ভূমিকম্প.....(৩ পাতার পর)

কোকিল প্রায় ৪/৫টি ওয়ার্ডে। তারা নেতার সঙ্গে কথা বলেই লুঠতে এসেছিল। লুঠ করে ঘরে ফিরে গেছে। একটা ওয়ার্ডে রাতারাতি বিজেপির ২০০/৩০০ মত ভোট দুর্গা মন্দিরের সংস্কারের জন্য তাদের লোকেরাই মোটা টাকা নেওয়ায় অন্যদিকে যোগ হয়ে গেল। এটা প্রার্থী বুঝে গেলেন ২ দিন আগেই। বাড়ী বাড়ী এম.পি, একাধিক এম.এল.এ. ব্যাপক টাকা লাগিয়েও কংগ্রেস ৫টা। বিজেপির কোনও নেতা নাই, ষ্টার নাই, অর্থ নাই, নেতৃত্ব নাই, সংগঠন নাই, পুলিশ থেকে রাস্তার চতুষ্পদ যা খুশি বলে দিচ্ছে। তার মধ্যে এরা যে খাতা খুলেছে এই যথেষ্ট। আবার ৯ ও ১৬তে ২য় স্থানে। ইন্দ্রপতন ঘটিয়েছে ১৭তে, কেননা আগের যিনি কাউন্সিলার ছিলেন সেই মনীষা মার্জিত, কর্মঠ এবং অবদান আছে। লড়াইটা তাই শক্ত ছিলো। অনেকে বলছে তিনটা সিটের দেখভাল একা করতে গিয়ে ঠিকমত নাকি মেশিনারী সেট করতে পারেননি এপাড়ের একমাত্র নেতা। ভোটের প্রাপ্তি দেখেই বোঝা যায় আগের প্রার্থীর ছায়া ১৭তে কাজ করেছিল।

তবে দুঃখের কথা, একটা ভূমিকম্প কিন্তু হয়ে গেল। আর গণতন্ত্র, সেবা পরোপকারে বিশ্বাস থাকবে না বিজয়ীদের। সবাই জেনে গেছে, ভোট মানেই মোট। এভাবেই তো একদিন সাংসদও হয়ে গেছিল। ট্রাঙ্ক ভর্তি টাকা উড়েছিল অজস্র। সাধারণ ভদ্রজনের মনে খুবই আঘাত দিচ্ছে এই প্রবণতা। অনেকেই বললেন চোর নেতাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কি থাকলো বলতে পারেন ? বংশ মর্যাদা, শিক্ষা, সংস্কার সব কিনে নেবে ওরা ? পাড়ায় পাড়ায় মাতালের ঠেক সহ্য করতে হবে ? যে ছেলে রাত ৯ টায় বাড়ী ফিরতো সে আজকাল ১১টায় টলতে টলতে আসে। ঐ ভদ্রলোককে চিৎকার করে কিছু বিভিন্ন দলের প্রার্থীর ঘৃণ্য অভিজ্ঞতা, মাংস খুবলে খাওয়া, খুব শোনাতে ইচ্ছে হচ্ছিল। পাড়ার গণমান্যরাই প্রার্থীকে ডেকে মন্দির ও ক্লাবের জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা, টি.ভি. নিয়েও শেষরাতে আর একজনের গলায় মালা দিয়েছে। এরা মধ্যবিত্ত, চাকুরে। এরা যা করলেন তাতে গণিকারাও লজ্জা পাবেন ! তলিয়ে যাচ্ছে সব মূল্যবোধ। যে করে হোক জিততে হবে। থাক সমাজ। এই পাগলা ঘোড়াকে কি আর কোনদিন আস্থাবলে ফেরানো যাবে গণতন্ত্রের লাগাম দিয়ে ? এ প্রসঙ্গে বলা ঠিক হবে, আমরা যা পারিনি। বর্তমান বিজেপির নেতৃত্বের হাত ধরে যদি পৌরভবনে ২/৩টা পদ্ম ফোটে এ লোভ তো ছিলই। দল সক্রিয় না করলেও মানসীকতার বদল তো হয়নি। নিরপেক্ষ মঞ্চ গড়েছি বলে ব্যক্তিস্বত্তা কাউকে বাঁধা দিইনি, তেমনি এটাও ঠিক নিরপেক্ষতা দৃঢ় না হলে সেবামূলক মঞ্চে যাওয়া ঠিক নয়। মতানৈক্য হয়। এবার রাজ্য নেতৃত্বের এক বরিষ্ট নেতার অনুরোধে জাত খুইয়ে ১৮ তে মঞ্চের দুই শুভাকাঙ্খী প্রার্থী থাকলেও ভাত টিপতে যেতে হয়েছিল। কথা ছিলো খবর এনে দেব, ভোট করতে যাবোনা। গঙ্গাতীরের এক মহাভাগ্যবানের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম কানু বিনা গীত নাই। এটা ঝালিয়ে নিতে এক চাল ব্যবসায়ীর কাছে বিষয়টা তুলে জানতে চায়লাম গতবারে যা ছিলো তাই হবে তো ? তিনিও বলে দিলেন আলবাৎ হবে। পরিবর্তন হবে না। বিজেপির প্রার্থীকে কে খবর দিলেও সে ফাঁদে পা দিয়ে ভুল করলো। আমাকে বলেছিল 'আমি মুসলমান ভোট পদ্মে দাঁড়িয়েও ৪০০ মতো পাবো। আপনি একদিন বের হোন, বাজার পাড়ায়।' আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিলনা। সে ৩৫০ মত ভোট নিজ সম্প্রদায়ের পেয়েছেও। হিন্দুদের অনেকেই প্রার্থী ঘোষণার আগে কথা দিয়েও উল্টে গেছে। ডালিম বা বাপী দলের বিচারে হিন্দু ভোট পায়নি। হিন্দু প্রার্থীরাই পেয়েছে। আর বেইমানী করেছে এক ক্যাপ্টেন। প্রচুর গলা অবধি ভরে নিয়ে পাল্টি খেয়েছে। বিজেপি ও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব যে ছাগলের তৃতীয় বাচ্চা তা এরা স্বীকার করে না। নেতারা আসবে গেষ্ট হাউসে ফূর্তি করবে, নোটের বাণ্ডিল নিয়ে পার্টির গাড়ীতে পার্টির পয়সায় তেল ভরে হুস করে ঢলে যাবে। এ মহকুমার শিল্পপতিরা দিল্লী বা ঝাড়খণ্ডে ব্যবসা চালালেও বিজেপিকে বিল্লি মনে করে। আবার

ভোটের পাঁচকাহন .....(২ পাতার পর)

দ্রুত শেষ হয়ে আসছে দেখে প্রিজাইডিং অফিসার হাতজোড় ক'রে বললেন, 'সেন্ট পার্সেন্ট ভোট হয়না, স্যার !!' দলের সর্দার হেসে বললে, 'ঠিক আছে ! ঠিক আছে ! ওরে ! কিছু ছেড়ে রাখ ! নিন ! সিগরেট খান ! ওপরে কিছু জানাবার চেষ্টা করবেন না ! বিপদ হবে।" আমি বিপদকে বললুম তারপর ? রিপোর্টে কী লিখলি ?' কী আবার লিখব ? পুরোপুরি চেপে গেলুম ? শুধু লিখলুম, নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ভোট ? ফ্রী অ্যাণ্ড ফেয়ার ইলেক্সন্ !'

ছবিটা দেখে গিন্নি উহু ! আহা, করছিল ! আমি বললুম্ রাখতো তোমার ওই সব সস্তা সেন্টিমেন্ট ! একটা ভোট হবে, আর রিগিং হবেনা ! রক্ত ঝরবেনা ! লাস পড়বেনা ! তাই আবার হয় নাকি ! এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের একটা বিরাট ঐতিহ্য আছে। 'হোয়াট বেঙ্গল' বলতে বলতে গঙ্গারাম (আমার ভাগ্নে) একেবারে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকেই বললে, মামী ! শিগ্‌গির ! ফ্রীজ থেকে বরফ নিয়ে এস।' দেখি, ওর মাথা ফেটে ঝর্‌ঝর্ করে রক্ত পড়ছে। জামাটামা ছিঁড়ে একশা। জিজ্ঞেস করাতে বললে, 'ভোট দিতে গিয়েছিলাম মামা। যেতেই ওরা সবাই মিলে ঘিরে ধরলে। বললে, 'তোর ভোট হ'য়ে গেছে। বাড়ি ফিরে যা ! তো, বাড়ি ফিরে এলিনা কেন, হতভাগা !' আমি ফিরে এলে 'ওরা ছাড়বে নাকি ?' অসহায় কণ্ঠে বললে গঙ্গারাম আমি বললুম, 'ওরা কারা ?' ভাগ্নে বললে, 'ওরা মানে ক্লাবের ছেলেরা। আমি আবার গেমস্ সেক্রেটারি।' আমি রেগে মেগে বললুম, 'তুই হলি ভ্যাবা গঙ্গারাম !' গৃহিণী আকুল হ'য়ে বললে, 'হ্যাঁ গো ! পুলিশ কী করছিল ?' আজকাল পুলিশকিছু করেনা, আমি আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্‌লুম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখে, অথবা অ্যাকসন হবার একঘণ্টা পর স্পটে যায়।' 'কিন্তু কোম্পানি ! কোম্পানির কম্যাণ্ডোরাও তো নেমেছে।' গৃহিণীর ভ্রু কুঞ্চিত হয়। আমি ব্যাখ্যায় যাই, কোম্পানি মানে কম পানি। অর্থাৎ যারা কম ঘাম (পানি) ফেলে বা মাথা ঘামায় কম, তারাই হল কোম্পানি। তাই এক জায়গায় যখন রক্ত ঝরে, ওরা তখন আর এক জায়গায় টিফিন করে।'

বিচিত্র বঙ্গে এমন বিচিত্র ভোটের দিনে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক আবার বাইরে বেরয়। পাগল !!

রাজ্য খাদ্য দপ্তরে কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে যারা, নিয়মনীতির বালাই নেই---তারাও চাঁদির জুতোয় সোজা রেখেছে উপরতলা, তাই রাজ্য সরকারের শাসক দলও এখানে পাত্তা পায়না। আমরা চরম পরিশ্রম করে পার্টি করেছি আর কংগ্রেস নেতা পেয়ে গেল গ্যাস আর সিপিএম নেতা পেট্রলপাম্প। এবার তো বিশ্বহিন্দু পরিষদ বা আর. এস.এস. ও সাংগাঠনিক ভাবে সাহায্য করেনি, ব্যক্তিগত ২/১ জন ছাড়া। কিসের সংঘ পরিবার ? কোমড়ের জোর থাকলে দল করো, না থাকলে আমার দশা হবে। অথচ মৃগাঙ্ককে দেখেছি এক জনসভায় ২ ঘণ্টা দেরীতে আসায় ২ জন মন্ত্রীকে তিনি প্রকাশ্যে মঞ্চে বলেছিলেন মানুষ কি আপনাদের বাপের চাকর ? এরা জানে দিল্লী বা কোলকাতা আমাদের নিচুতলার বাইরে নয়। ডানপন্থী দল কংগ্রেস বা বিজেপি বা তৃণমূল এটা ভাবতে পারে ? দল এমনি বড় হয় ? কর্মী যেখানে কুত্তা, সম্মান ভালোবাসা কিছু নেই, সেখানে কোনদিন ব্যক্তিবাদ যাবেনা, লুঠপাঠ যাবেনা।.২০১৬তে কেন ৩০১৬ তেও এরা কিস্যু করতে পারবেনা। করার ইচ্ছেটাই নেই। দিল্লীতে নিজ দলের সরকার এসেছে তা অনুভব করছে বিজেপির রাজ্যের ২/৪ জন বাদে আর কেউ ? ৬ বছর কেন্দ্রে বিজেপি থেকেও এ রাজ্যে কর্মীদের কোনও লাভ হয়নি। বেল পাকলে কাকের কি ? অথচ এখানকার কংগ্রেসের নেতারা দিল্লীতে ক্ষমতায় থাকার সময় যথেষ্ট ব্যক্তিস্বার্থ ও দলের স্বার্থ গুছিয়ে নিয়েছেন। অঙ্ক বলছে ডানপন্থীরা একজোট হলে সিপিএম ভ্যানিস হয়ে যেত। কিন্তু সিপিএমের হারেম থেকে কংগ্রেস কোনদিন বের হবে কি ?

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।